গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০২(বিবিধ).১৯-৬৩৬

তারিখঃ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ ব.
০৪ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৫৫৬০/২০১০ মামলায় ১১/০৭/২০১৮ তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশের আলোকে যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা'র উপাধ্যক্ষ, জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৬১০৪২) এর অনুকূলে জুলাই/১৯৯৭ হতে সেপ্টেম্বর/২০০১ এবং জানুয়ারি/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন ভাতা (এমপিও) পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে টিএমইডি-কে অবহিতকরণ।

সূত্র:

(১) ডিসি, যশোর এর দপ্তর স্মারক নং- শিক্ষা/ম(৩)-১/৯৭/৪৩৯/১(২),	তারিখ: ২৯/৭/৯৭ খ্রি.
(২) বামাশিবো'র স্মারক নং- সংস্থা/২২৮/৫/এ-৮	তারিখ: ০১/২/২০০০ খ্রি.
(৩) বামাশিবো'র স্মারক নং- সংস্থা/৩৩৪/১	তারিখ: ২০/৬/২০০১ খ্রি.
(৪) ডিসি, যশোর এর দপ্তর স্মারক নং- জেপ্রকা/শিক্ষা/ ১৫ম-১/০১-৫২১/১(৪)	তারিখ: ০৮/১১/২০০১ খ্রি.
(৫) ডিসি, যশোর এর দপ্তর স্মারক নং- জেপ্রকা/শিক্ষা/১৫ম-১/২০০৩/৪৬০/১(২)	তারিখ: ১১/৬/২০০৩ খ্রি.
(৬) ডিসি, যশোর এর দপ্তর স্মারক নং- জেপ্রকা/শিক্ষা/১৫ম-১/২০০৭/১৩৩১(২)	তারিখ: ৩১/১২/২০০৭ খ্রি.
(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম শা: ১৩/অভি-১/২০০১-৪৯,	তারিখ: ৩১/০১/২০০৮ খ্রি.
(৮) মাউশিঅ এর স্মারক নং-ওএম-২৫-বিশেষ/২০০৮/২০৯৩/৯/বিশেষ,	তারিখ: ১২/০২/২০০৮ খ্রি.
(৯) ডিসি, যশোর এর দপ্তর স্মারক নং- জেপ্রকায/শিক্ষা/১৫মা-১/০৯-৮৪৮,	তারিখ: ০৪/০৮/২০০৯ খ্রি.
(১০) ডিসি, যশোর এর দপ্তর স্মারক নং- জেপ্রকায/শিক্ষা/১৫মা-১/০৯-৮৮৩,	তারিখ: ১২/০৮/২০০৯ খ্রি.
(১১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ১৪/অভি-১/২০০১/৫৩০,	তারিখ: ০৪/১০/২০০৯ খ্রি.
(১২) ডিসি, যশোর এর দপ্তর স্মারক নং- জেপ্রকায/শিক্ষা/১৫মা-১/০৯-০৮,	তারিখ: ০৪/০১/২০১০ খ্রি.
(১৩) জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ এর দুটি আবেদন	তারিখ: ০৮/৭/২০১৯ ও ২০/১০/২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন "যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা" এর উপাধ্যক্ষ, জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম-কে বিগত ২৯/০৭/৯৭ তারিখে তৎকালীন মাদ্রাসার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক সূত্রোক্ত (১) নং পত্রমূলে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

০২। পরবর্তীতে কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কিছু দিন পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম-কে চাকুরীচ্যুত করা হয়।

০৩। অত:পর জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম কর্তৃক মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের শুনানীর মাধ্যমে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি মাদ্রাসার গভর্নিং বডি কর্তৃক ঘোষিত উপাধ্যক্ষের উক্ত চাকুরীচ্যুতির আদেশ বে-আইনী ঘোষণাক্রমে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকমূলে আবেদনকারীকে স্ববেতনে চাকুরীতে বহাল করা হয়।

০৪। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ১৫ দিন সময় দিয়ে ২০.০৬.২০০১ তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং পত্রমূলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে ৩য় বারের মতে অনুরোধ জানিয়ে বোর্ড কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের নির্দেশনা পালন না করে উক্ত স্মারকের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের (তৎকালীন) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব গোলাম সামদানী গং কর্তৃক রিট পিটিশন নং-৩৩২৯/২০০১ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ৩০.০৭.০১ তারিখের আদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০.০৬.০১ তারিখে (সূত্রোক্ত (৩) নং পত্রটির কার্যক্রম ০৬(ছয়) মাস স্থগিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়। গত ৩০/১০/২০০১ তারিখে উক্ত স্থগিতাদেশটি পুনর্বহাল করা হয়।

০৫। রিট পিটিশন নং-৩৩২৯/২০০১ মামলায় গত ২১.০১.০৮ তারিখে মহামান্য আদলত কর্তৃক রুলটি খারিজ করে নিম্নরুপ আদেশ প্রদান করা হয়-
"The Rule is discharged for default without any order as to cost. The ad-interim order of stay on 30.10.2001 granted earlier by this courts is hereby vacated.

০৬। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত এবং মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক গত ০৮/১১/২০০১ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম-কে (স্বপদে) উক্ত মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদে যোগদানের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম গত ১০.১১.০১ তারিখে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষের চলতি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

০৭। জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম কর্তৃক কর্মে যোগদান করলে তাঁর বকেয়া বেতন-ভাতার প্রদানের বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিঃ উঃ) যশোর কর্তৃক ১১.০৬.২০০৩ তারিখে সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এর জুলাই/৯৭ হতে সেপ্টেম্বর/২০০১ পর্যন্ত বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব গোলাম সামদানী-কে নির্দেশনা দেয়া হয়।

০৮। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষক কর্তৃক উক্ত উপাধ্যক্ষ এর বিরুদ্ধে নিয়োগ জালিয়াতি, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে ডিসি, যশোর এর সূত্রোক্ত (৬) নং পত্রের মাধ্যমে দায়েরকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত (৭) নং পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এবং শিক্ষক জনাব মো: মোশাররফ হোসেন এর এমপিও মাউশিঅ কর্তৃক গত ১২.০২.২০০৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৮) নং স্মারকমূলে Stop Payment করা হয়।

চলমান পাতা নং-০২

০৯। তৎপরবর্তীতে জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যশোরের দুইজন জেলা প্রশাসক (জনাব নেপুর আহমেদ ও জনাব মহিবুল হক কর্তৃক) কর্তৃক দীর্ঘ তদন্ত শেষে আবেদনকারীর (জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এর) বিরুদ্ধে দাখিলকৃত জালিয়াতি ও দূর্নীতির সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় সূত্রোক্ত (৯) ও (১০) নং স্মারকমূলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৬১০৪২) ও শিক্ষক জনাব মো: মোশাররফ হোসেন (ইনডেক্স নং-২০২০৮৭৫) এর বিষয় পুর্নবিবেচনাপূর্বক এমপিও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার ও বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের জন্য সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

১০। তৎপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৪.১০.০৯ তারিখে সূত্রোক্ত (১১) নং স্মারকমূলে উপাধ্যক্ষ, জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও শিক্ষক জনাব মো: মোশাররফ হোসেন এর এম.পি.ও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারসহ বকেয়া বেতন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজি, মাউশি অধিদপ্তর-কে অনুরোধ করা হলে ডিজি, মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত আদেশ অমান্য করে বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদান ব্যতিরেকে বর্ণিত ০২ জন শিক্ষকের শুধুমাত্র ০১ (এক) মাসের (নভেম্বর/২০০৯) বেতন ভাতা (এমপিও) প্রদান করা হয়।

১১। অত:পর জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৬১০৪২) কর্তৃক **জানুয়ারী/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত মোট ২২ মাসের বকেয়া** বেতন ভাতা (এমপিও) পাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর এর মাধ্যমে ডিজি, মাউশি অধিদপ্তর বরাবর গত ২২.১২.০৯ তারিখে দাখিলকৃত আবেদন তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শি: ও উ:), যশোর কর্তৃক গত ০৪.০১.২০১০ তারিখে (১২) নং স্মারকমূলে উক্ত আবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ডিজি, মাউশি অধিদপ্তর বরাবপর পত্র প্রেরণ করা হয়।

১২। জেলা প্রশাসক, যশোর এর সূত্রোক্ত (১২) নং পত্রের আলোকে বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় বকেয়া বেতন-ভাতা (এমপিও) দাবী করে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ, জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৫৫৬০/২০১০ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গত ১১.০৭.১৮ তারিখে যে রায় প্রদান করা হয় এর অংশ বিশেষ নিম্নরুপ:

"However, it is found from the merit of the case that the petitioner is entitled to get the arrear salary of the government portion and other benefits, **from the government**, from July, 1997 to 2001 and from January, 2008 to October, 2009. The respondent No. 1 is directed to pay the same within one month from receipt of this judgment and order of this court.

With the aforesaid findings and observation the rule is made absolute."

১৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে রিট পিটিশন নং-৩৩২৯/২০০১ মামলায় গত ৩০.১০.২০০১ তারিখের রায় এবং রিট পিটিশন নং-৫৫৬০/২০১০ মামলায় গত ১১.০৭.২০১৮ তারিখের রায়ের আলোকে উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক আগস্ট/১৯৯৭ হইতে সেপ্টেম্বর/২০০১ পর্যন্ত ৫০ (পঞ্চাশ) মাসের বকেয়া বাবদ ৩,৯৮,৪৪৮/- এবং জানুয়ারী/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত মোট ২২ (বাইশ) মাসের বকেয়া বাবদ ৩,৫১,৪৪৮/- সর্বমোট (৩,৯৮,৪৪৮+৩,৫১,৪৪৮) = ৭,৪৯,৮৯৬/- টাকা বকেয়া বেতন-ভাতা (এমপিও) প্রদান এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রাপ্য ৪,৬৪,৯০১/- টাকা প্রদানের জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদানসহ ডিআইএ কর্তৃক ১২.০৫.১৯ তারিখের ৩৭৩৫/৫ নং স্মারকমূলে প্রেরিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি চেয়ে উপাধ্যক্ষ, জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম কর্তৃক সচিব, টিএমইডি বরারব সূত্রোক্ত (১৩) নং স্মারকমুলে দুটি আবেদন দাখিল করা হয়।

১৪। উল্লেখ্য- রিট পিটিশন নং-৫৫৬০/২০১০ মামলায় মহামান্য আদালতের রায়/আদেশ এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপীল দায়েরের সময় তামাদি হওয়ায় এবং একাধিক জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ জালিয়াতি, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সূত্রোক্ত (৮/১২) নং পত্রমূলে উক্ত উপাধ্যক্ষ এর বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদানের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও মাউশিঅ কর্তৃক বকেয়া পরিশোধ না করায় আদালতের রায়/আদেশ অনুযায়ী বকেয়া বেতন-ভাতা (এমপিও) প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৫। এক্ষণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন-

(ক) রিট পিটিশন নং-৫৫৬০/২০১০ মামলায় ১১.০৭.২০১৮ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে (৪২৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও) আজোবধি সরকার পক্ষ তথা মাউশি/ডিএমই কর্তৃক কোন আপীল দায়ের না হওয়ায় যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৬১০৪২) এর অনুকূলে জুলাই/৯৭ হতে সেপ্টেম্বর/২০০১ এবং জানুয়ারি/২০০৮ হতে অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতা (এমপিও) (মহামান্য আদালতের নির্দেশনা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে) প্রদান করা;

(খ) মামলার রায় প্রকাশের পর ইতোমধ্যে প্রায় ৪৮৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আপিল দায়ের না হওয়ার যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করা;

১৬। এমতাবস্থায়, উপরিক্তমতে ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) আগামী ৩০.১২.২০১৯ তারিখের মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) /উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অধ্যক্ষ, যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা, যশোর সদর, যশোর।
৬। জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ, যশোর আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা, যশোর সদর, যশোর।
৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি।